

💵 কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিকোণে স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ গ্রন্থের বিস্তারিত

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবুল্লাহ শহীদ আবুর রহমান (ইসলামহাউস.কম)

কয়েকটি ভালো স্বপ্নের উদাহরণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন.

﴿إِنا يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوا أَرَىٰكَهُما كَثِيرًا لَّفَشِلااتُما وَلَتَنْزَعاتُما فِي ٱللاَّ مَالِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَا إِنَّهُ وَلِيَالُو وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَا إِنَّهُ عَلِيمُ اللهِ عَلِيمُ المَّدُورِ ٤٣﴾ [الانفال: ٤٣]

"যখন আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নের মধ্যে তাদেরকে স্বল্প সংখ্যায় দেখিয়েছিলেন। আর তোমাকে যদি তিনি তাদেরকে বেশি সংখ্যায় দেখাতেন, তাহলে অবশ্যই তোমরা সাহসহারা হয়ে পড়তে এবং বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক করতে। কিন্তু আল্লাহ নিরাপত্তা দিয়েছেন। নিশ্চয় অন্তরে যা আছে তিনি সেসব বিষয়ে অবগত"। [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৪৩]

বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে বিজয় লাভের সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। তাকে শক্র বাহিনীর সংখ্যা অনেক কম করে দেখিয়েছেন। বেশি করে দেখালে তিনি হয়ত ভয় পেয়ে যেতেন। তাই এটি একটি ভালো স্বপ্ন। এভাবে আল্লাহ তা'আলা স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁর নবী ও রাসূলদের কাছে অহী প্রেরণ করতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ لَقَدا َ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّهَ اَيَا بِٱلاَحَقِ ٱلتَداخُلُنَ ٱلاَمَساءِ ٱلاَحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ وَأُوسَكُما وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ الْ فَعَلِمَ مَا لَمِ تَعالَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتاحَا قَرِيبًا ٢٧﴾ [الفتح: ٢٧] ومُقصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ اللَّهُ عَلَمَ مَا لَمِ تَعالَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتاحَا قَرِيبًا ٢٧﴾ [الفتح: ٢٧] من دُونِ ذَٰلِكَ فَتاحَا قَرِيبًا ٢٧﴾ [الفتح: ٢٧]

"অবশ্যই আল্লাই তার রাসূলকে স্বপ্লাট যথাযথভাবে সত্যে পারণত করে দিয়েছেন। তোমরা ইনশাআল্লাই নিরাপদে তোমাদের মাথা মুণ্ডন করে এবং চুল ছেঁটে নির্ভয়ে মসজিদুল হারামে অবশ্যই প্রবেশ করবে। অতঃপর আল্লাহ জেনেছেন যা তোমরা জানতে না। সুতরাং এ ছাড়াও তিনি দিলেন এক নিকটবর্তী বিজয়"। [সূরা আল-ফাতাহ, আয়াত: ২৭]

আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলাম, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে মক্কা জয় করার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। আর সে স্বপ্ন আল্লাহ তা'আলাই বাস্তবায়ন করেছিলেন।

এমনিভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল-কুরআনে মিশরের বাদশাহর স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন। সে স্বপ্নের সুন্দর ব্যাখ্যা করেছিলেন নবী ইউসুফ আলাইহিস সালাম। বিষয়টি আল-কুরআনের সূরা ইউসুফের ৪৩ আয়াত থেকে ৫৫ আয়াত পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে। এর আগে সূরার ৩৬ আয়াত থেকে ৪২ আয়াত পর্যন্ত ইউসুফ আলাইহিস সালামের জেল জীবনের দু'জন সাথীর স্বপ্ন ও ইউসুফ আলাইহিস সালাম কর্তৃক তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি বিষয় তা আল-কুরআনে নবী ইউসুফের ভাষায় বলা হয়েছে এভাবে:



﴿ رَبِّ قَدا ءَاتَياتَنِي مِنَ ٱلاَمُلاَكِ وَعَلَماتَنِي مِن تَأْلُولِل ٱللاَّأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمُولَٰتِ وَٱللاَّأُرااَضِ أَنتَ وَلِيِّا فَي الدُّنايَا وَٱللاَّخِرَةِ وَاللاَّامِمُ وَأَلاَحِقانِي بِٱلصِّلِحِينَ ١٠١﴾ [يوسف: ١٠١]

"হে আমার রব, আপনি আমাকে রাজত্ব দান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। হে আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা! দুনিয়া ও আখিরাতে আপনিই আমার অভিভাবক, আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং নেককারদের সাথে আমাকে যুক্ত করুন"। [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০১]

এমনিভাবে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ ইবন আব্দে রাব্বিহী ও উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুমা স্বপ্নে আযান দেখেছিলেন। আর তাদের স্বপ্নে দেখা আযানকেই সালাতের বর্তমান আযান ও ইকামত হিসেবে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাদের সুন্দর স্বপ্নগুলো এভাবেই ইসলামের নিদর্শন হিসেবে বাস্তবে রূপ লাভ করেছে অনন্তকালের জন্য।

আমাদের আরো মনে রাখতে হবে যে, ভালো ও সুন্দর স্বপ্নগুলো কখনো হুবহু বাস্তবরূপে দেখা যায় আবার কখনো রূপকভাবে ভিন্ন আকৃতিতে। যেমন, আযান দেওয়ার পদ্ধতি সংক্রান্ত স্বপ্ন হুবহু দেখানো হয়েছে। অপরদিকে ইউসুফ আলাইহিস সালামের স্বপ্নগুলো ভিন্ন আকৃতিতে রূপকভাবে দেখানো হয়েছে।

• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=14978

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন